দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 JAN 2008
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

22 Report

ঢাকা ভার্সিটির মুক্তিপ্রাপ্ত চার শিক্ষক স্বপদে বহাল ॥ শিক্ষা উপদেষ্টা

ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দশ মামলা প্রত্যাহার

স্টাফ রিপোর্টার ॥ শিক্ষা উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান বলেছেন, মুক্তিপ্রাপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শিক্ষককে তাঁদের স্বপদে পুনর্বহাল করা হয়েছে। এছাড়া ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ১০টি মামলা প্রত্যাহার করেছে সরকার। মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি একথা বলেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার শিক্ষক জেল থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। আজ বুধবার থেকে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে পারবেন। তিনি আরও বলেন, আমরা সামগ্রিক সম্মানজনক এবং নীতিভিত্তিক একটি সমাধানে পৌঁছে গেছি। রাষ্ট্রপতি শিক্ষকদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। বিচার ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আমরা বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার অপেক্ষায় ছিলাম। সরকারের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সরকারের প্রধান দায়িত্ব ২০০৮ সালের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। তাই দেশের শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ

(২০ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

ঢাকা ভার্সিটির মুক্তিপ্রাপ্ত

(প্রথম পাতার পর)

শান্ত রাখার জন্য সরকারের সর্ব মহল থেকে সর্বাত্মক প্রয়াস ছিল।

প্রেস ব্রিফিংয়ে উপদেষ্টা বলেন, জরুরী বিধিমালা ভঙ্গ মামলা আমরা সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখছি। মুক্তিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের স্বপদে বহালের ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মুক্তি দেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র আদালত থেকে খালাস পেয়েছেন। ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ১০টি মামলা প্রত্যাহারও করা হয়েছে।

এ মামলাগুলো হলো চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার মামলা নং ২৩, সিলেটের কোতোয়ালি থানার মামলা নং ২৪, ঢাকার আশুলিয়া থানার মামলা নং ৭৬ ও ৮১, ঢাকার সাভার থানার মামলা নং ৫৯ ও ৬০, ডিএমপি কোতোয়ালি থানার মামলা নং ৬০, মিরপুর থানার মামলা নং ৮৬ ও ৮৭ এবং ময়মনসিংহ কোতোয়ালি থানার মামলা নং ৭০।

তিনি বলেন, শিক্ষক-ছাত্রদের জরুরী আইন ভঙ্গকে সহানুভূতিশীল হিসাবে দেখছে সরকার। তবে সহিংস কার্যক্রম এবং জরুরী আইন ভঙ্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি বলেন, নৈরাজ্যের সংস্কৃতি আমরা আর চাই না। অর্থনীতির জন্য এবং দেশের পরিস্থিতির জন্য আমরা সুন্দর পরিবেশ তৈরি করতে চাই। আমি আশা করি আগামীকাল থেকে শিক্ষাঙ্গনে একটি সুন্দর পরিবেশ ফিরে আসবে। আর এর মধ্যেই সমাপ্ত হলো শিক্ষাঙ্গনের এ সমস্যার।

ছাত্র-শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা ভিত্তিহীন ছিল কিনা এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মামলায় আইনী ভিত্তি নিয়ে কোন কমেন্ট করতে পারব না।

এ মামলা নিয়ে সরকার নাটক করেছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াতো নানাভাবে চলবে। তবে মামলার স্প্রিটটা ঠিক ছিল, সঠিক ছিল।